বর্ষ ১ ◆ সংখ্যা ২২ ◆ ৮- ২২ জানুয়ারি ১৯৯৮ ◆ ২৫ পৌষ - ৯ মাঘ ১৪০৪

# প্রতিদিন

নতুন বছরেও কি তবে নিরাশা

নেতিবাচক রাজনীতির প্রবণতা

*শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহযোগী শিল্পীরা ১৯৪৮ সালে যে শিল্প-আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন তারই একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউট। কালের পরিক্রমায় এটি হয়ে উঠেছে ঢাকা তথা বাংলাদেশের শিল্পচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র।*

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন পুরস্কার : ইমতিয়াজ ইসলাম সোহাগ

# জয়নুল উৎসব '৯৭

• সুরভি সোবহানা •

ছোট্ট একটা শব্দ 'জয়নুল উৎসব'। কিন্তু এর ব্যাপ্তি অনেক বড়ো, শিকড় অনেক গভীরে। বাংলাদেশের শিল্পকলা আন্দোলন ও চর্চার পথিকৃৎ ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মতিথিকে স্মরণ করে প্রতিবছর চারুকলা ইন্সটিটিউটে বসে শিল্পের এক মিলনমেলা। উত্তরকালে যাঁরা হবেন এই মাটি ও মানুষের চিত্রকর, নেতৃত্ব দেবেন দেশের শিল্পান্দোলনে, প্রতিনিধিত্ব করবেন বিশ্বশিল্পের দরবারে, বাংলাদেশের সেইসব নবীন শিক্ষার্থী শিল্পীদের সারা বছরের কাজের প্রদর্শনী— এই জয়নুল উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। প্রধান আকর্ষণ বলছি এই কারণে যে, প্রদর্শনীর বাইরেও এই উৎসবকে ঘিরে আরো কিছু কর্মসূচি থাকে। শিল্পাচার্যের ৮৩তম জন্মবার্ষিকীতে অন্যান্য বারের মতো এবারও ২৯শে ডিসেম্বর '৯৭ থেকে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী জয়নুল উৎসব। শিল্পাচার্যের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে শুরু করে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চারুচত্বরের বর্ণাঢ্য সাজসজ্জা, সবই এই উৎসবের অঙ্গ। তবুও সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও প্রধান অংশটি হচ্ছে ১৫ দিনব্যাপী শিল্পকর্মের এক বিশাল প্রদর্শনী, যা 'বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী' হিসেবে চারুকলা ইন্সটিটিউটের বার্ষিক কর্মকাণ্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই প্রদর্শনীকে ঘিরে নবীন শিক্ষার্থী শিল্পীদের ভিতরে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। আজকে যাঁরা দেশের খ্যাতিমান শিল্পী, তাঁদের মধ্যে আবার অনেকে এই প্রতিষ্ঠানেই শিল্পশিক্ষা দিচ্ছেন শিক্ষার্থীদের; তাঁদেরও একদিন এমনই সময় গেছে, যখন তাঁরাও শিক্ষার্থী হিসেবে সারা বছর উন্মুখ হয়ে

ইমতিয়াজ ইসলাম সোহাগ

থাকতেন এই বার্ষিক প্রদর্শনীর জন্য। কে বা কারা সবচেয়ে ভালো কাজ দেখাতে পারছেন বিভিন্ন বিভাগে, বিভিন্ন মাধ্যমে কেমন কাজ হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা কতটা সৃষ্টিশীল কাজ করতে পারছেন—এ সবই এ-প্রদর্শনী থেকে ধারণা করা যায়। বিশেষত নবীন শিক্ষার্থীদের দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষার প্রহর কাটে পুরস্কার প্রাপ্তির আশা-নিরাশায়। পুরস্কার যাঁরা পুরস্কৃত হন তাঁদের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যায় ভালো কাজ করার জন্য। যাঁরা পান না, তাঁরাও নতুন প্রত্যয়ে আরো ভালো কাজ করার জন্য পূর্ণোদ্যমে মনোনিবেশ করেন। তাই এ-প্রদর্শনী একই সঙ্গে শিল্পকর্মের এক মিলন মেলা– আবার নবীন চিত্রীদের উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টিকারী একাডেমিক প্রতিযোগিতাও বটে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও বিভিন্ন বিভাগ থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সমুদয় মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সহ নিরীক্ষামূলক কাজের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। এগুলো ছাড়াও দেশের খ্যাতিমান বিভিন্ন প্রয়াত শিল্পী, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শিল্পী-ছাত্র-কর্মচারীদের নামে ও অন্যান্য ট্রাস্ট্রের নামে প্রদত্ত হয়েছে বেশ কিছু স্মৃতি-পুরস্কার। এগুলোও শিক্ষার্থীদের মনে উৎসাহ সৃষ্টিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

এ বছর সমস্ত মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি পেয়েছেন বি. এফ. এ. শেষ বর্ষের রেখাঙ্কন ও চিত্রাঙ্কন (অর্থাৎ ড্রইং এ্যাণ্ড পেন্টিং) বিভাগের ছাত্র ইমতিয়াজ ইসলাম সোহাগ। উল্লেখ্য যে, এই পুরস্কারটি বি. এফ. এ. শেষ বর্ষ থেকেই প্রতিবছর নির্ধারণ করা হয়। যদিও এ ব্যাপারে একটি বিতর্ক রয়ে গেছে যে, এটি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দেওয়া উচিত বলে অনেকে মনে করেন। সমস্ত মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত ইমতিয়াজ ইসলাম সোহাগের কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম পুরস্কারপ্রাপ্তির পর তাঁর অনুভূতির কথা। সোহাগ জানালেন : "আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। এর আগেও আমি জল রংয়ে ১৯৯৫ সালে বেস্ট এওয়ার্ড ও '৯৬ সালে তেল রংয়ে বেস্ট এওয়ার্ড পেয়েছিলাম। এই পুরস্কারের পিছনে আমার শিক্ষকরা প্রেরণা যুগিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। সর্বোপরি আমার মা-বাবা, ভাই, সবাই আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন। আমি সব মাধ্যমেই কাজ করতে ইচ্ছুক, তবে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে তেল রং, কারণ তেল রংয়ে অনেক কাজ করা যায়। অনেক ডিটেল, অনেক ডেপ্‌থও পাওয়া যায়। তারপর রংয়ের ভেরিয়েশন তো আছেই। একজন শিল্পী হবার পথ অনেক কষ্টের, অনেক বন্ধুর। জানি না আমি কতটুকু সফল হব, তবে চেষ্টা করে যাব শিল্পী হবার।"

শাহীন সোবহানা সুরভি

হালিমুল ইসলাম খোকন স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নিরীক্ষামূলক কাজে পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি মৃৎশিল্প বিভাগের ছাত্র। তিনি জানালেন : "পুরস্কার পাওয়ায় আমার কোনো অনুভূতি নেই। ভবিষ্যতে আমি পোড়ামাটি-মাধ্যমে কাজ করতে উৎসাহী। এবং ফ্রিল্যান্স আর্টিস্ট হিসেবে সারভাইভ করতে চাই। আমার বন্ধু বান্ধবরাই আমার সমস্ত প্রেরণার উৎস। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত আমি কাজ করতে চাই।"

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নিরীক্ষামূলক কাজে কারুশিল্প বিভাগে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত শাহীন সোবহানা সুরভির অনুভূতির কথা, তাঁর নিজের ভাষায় – "ভালো লাগছে। আসলে কারুশিল্প বিভাগে বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করানো হয়। মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে

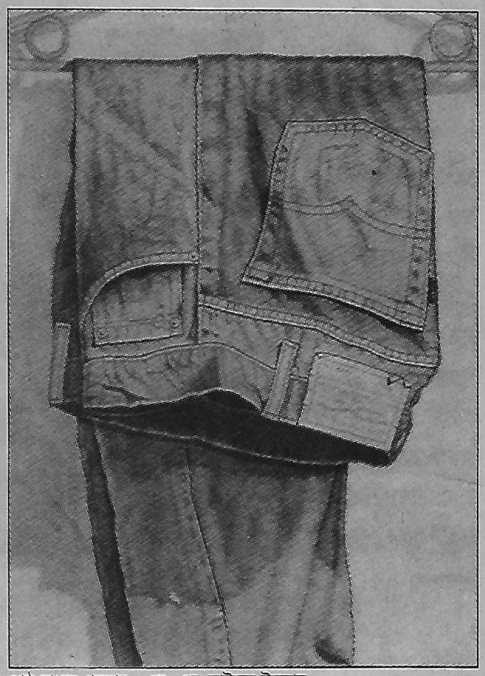
শ্রেষ্ঠ মাধ্যম পুরস্কার : এস. এম. সাইফুল ইসলাম

এখন এই বিভাগের শিল্প নিঃসন্দেহে চারুশিল্পের মর্যাদার দাবিদার। তবে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হল– এই বিভাগে বিভিন্ন মাধ্যমে করা সৃষ্টিশীল কাজগুলো বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেখানোর ব্যাপারে মনে হয় কিছুটা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। অথচ বাংলার চিরায়ত শিল্পকলার অত্যন্ত সমৃদ্ধ ধারা এটি। আমি আমার নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন লোকজ উপাদানের সংমিশ্রণে আমাদের দেশীয় ভাবধারা বজায় রেখে আধুনিক ফর্মে কাজ করার চেষ্টা করছি। এই পুরস্কারপ্রাপ্তি আমার সে-চেষ্টাকে আরো বেগবান করল। আমি উৎসাহিত। ভবিষ্যতে কারুশিল্পের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল কাজ করাই আমার ইচ্ছা।"

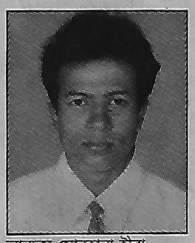
আবদুস সোবহানা হীরা

এরপর চারুকলার করিডোরে আলাপ হল স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নিরীক্ষামূলক কাজে প্রিন্টমেকিং বিভাগ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত আবদুস সোবহান হীরার সঙ্গে। পুরস্কার পাওয়ায় তিনি খুবই আনন্দিত। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক কিবরিয়া, রোকেয়া সুলতানা ম্যাডাম, আলভী স্যার ও মাহমুদুল হক স্যার এবং রফি ভাই, আমিন ভাই ও খোকন ভাই সব সময় হীরাকে প্রেরণা দেন। এচিং মাধ্যমে হীরা কাজ করতে বেশি আগ্রহী। ভবিষ্যতে তিনি তাঁর ছবির মাধ্যমে এদেশের মানচিত্রকে পৃথিবীর মধ্যে তুলে ধরা এবং এইড্‌স্ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে চান।

এরপর আসা যাক বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যমে পুরস্কারপ্রাপ্ত